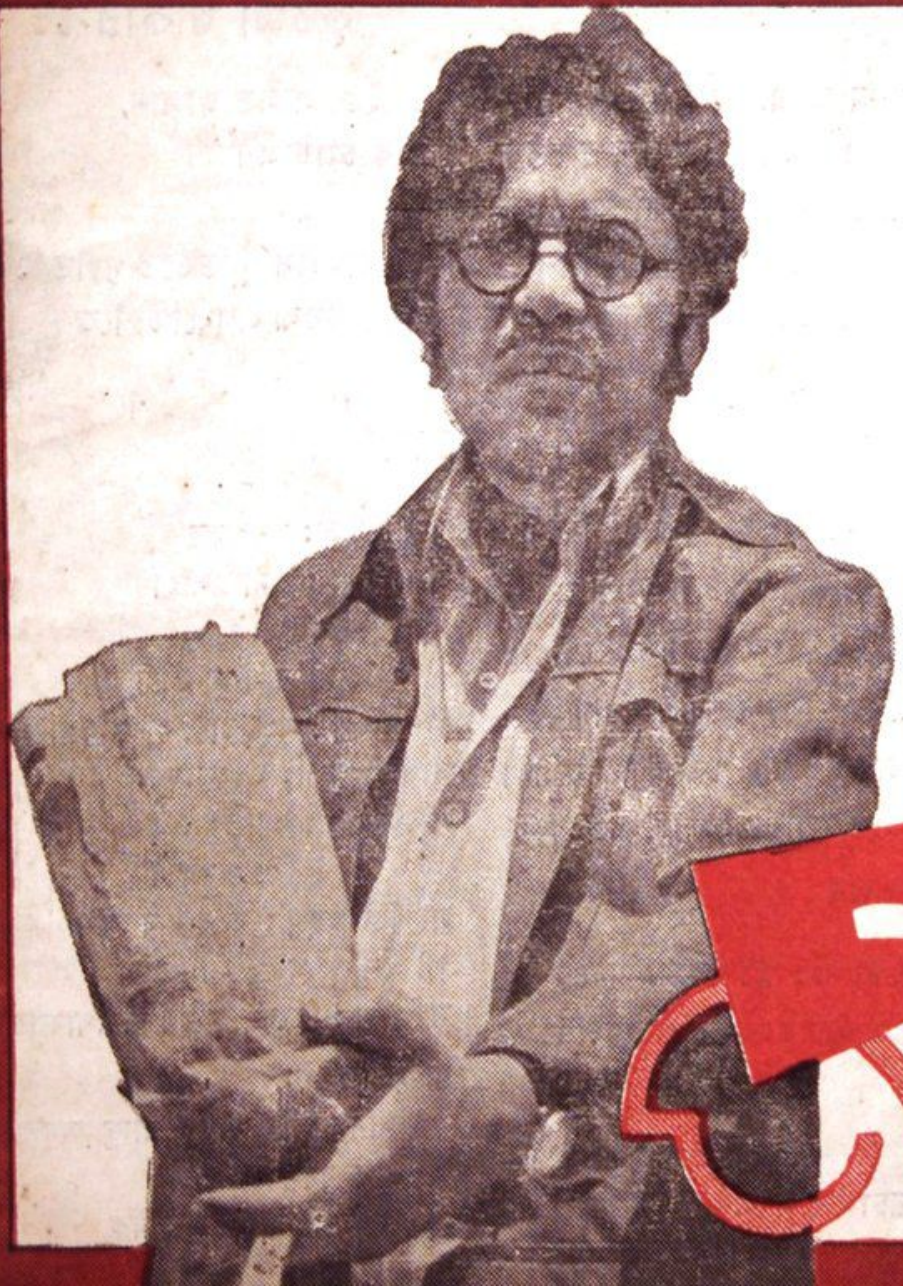

উষা ফিল্মস এর সপ্তম নিবেদন

শঙ্খচিল

অসীম সরকার প্রযোজিত উষা ফিল্মসের সপ্তম নিবেদন—

শংখচিল

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পীযূষ বসু

সংগীত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্র গ্রহন : বিজয় ঘোষ
শিল্প নির্দেশ : সূর্য্য চ্যাটার্জী
শব্দগ্রহন : লোকেন বোস
সংগীত গ্রহন : সত্যেন চ্যাটার্জী
রূপসজ্জা : নিতাই সরকার
সাজসজ্জা : নিউ স্টুডিও সাপ্লাই
কর্ম্মসচিব : মহাদেব সেন ও সন্তোষ দাসগুপ্ত
স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ
প্রচার পরিকল্পনা : উষা ফিল্মসের প্রচার বিভাগ
প্রচার শিল্পী : অতি দাস
পরিচয় লিপি : দিগেন স্টুডিও
ফাইটিং কমপোজার : গুরমিত (মামাজী) বম্বে
বর্হিদৃশ্য গ্রহন : ইমেজ ইণ্ডিয়া ও দেউজী ভাই
আবহ সংগীত, শব্দ পুনঃ যোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে :

উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উৎপল দত্ত, শমিত ভঞ্জ, সন্তু মুখার্জী, নন্দিতা বোস, নবাগতা সোমা, তরুণকুমার, চিন্ময় রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামিকা সাহা, রসরাজ চক্রবর্তী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, রবীন ব্যানার্জী, মাঃ বাপী ব্যানার্জী, অতি দাস, অচিন্ত মজুমদার, বিশ্বনাথ বোস, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, অরুণ মুখার্জী জীবন গুহ, শিবশেখর নস্কর, গোপাল সিংহরায়, বিশু চক্রবর্তী, রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, স্বপ্না চক্রবর্তী, কণিকা ভট্টাচার্য্য, হাসি মজুমদার, রাজু ঠাকুর, সুশীল দাস।

গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কণ্ঠসংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শক্তি ঠাকুর।

সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনা : অজিত চক্রবর্তী
আবীর বসু
দৃশ্য গ্রহন : স্বপন দত্ত
সম্পাদনা : সুনীত সাহা
শিল্প নির্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য
রূপসজ্জা : বংশী রায়, বটু গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা : জয়দেব দাস
সাজসজ্জা : কার্তিক লেংকা বিশু চক্রবর্তী
সংগীত গ্রহণ : বলরাম বারুই
পরিচয় লিখন : লাটু রায়
সংগীত : সমরেশ, অমল মুখোপাধ্যায়
বর্হিদৃশ্য গ্রহন : অনিল ঘোষ, সঞ্জয়, বাচ্চু, অমূল দাস, যুগল সর্দার।
শব্দগ্রহন : বিনোদ ভৌমিক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আর. এ. জালান, জালান এণ্টার প্রাইজ, ললিত জালান, রাজ গাংপুরের অধিবাসীবৃন্দ, কার্তিক চ্যাটার্জ্জী ফ্রাঙ্ক-রস এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড

প্রভাত দাসের তত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও শ্রী আ, বি. মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা : **পিয়ালী পিকচার্স**

কাহিনী ॥

সমাজের অবক্ষয়ের শিকার ওরা তিনজন। কলেজ জীবনের বন্ধু ওরা তিনজন আজ আবার মিলিত হয়েছে বেকারীর জ্বালায়। যে সমাজ ওদের ঠকিয়েছে, যে সমাজ ওদের বঞ্চিত করেছে—লাঞ্ছিত করেছে পদে পদে তার বিরুদ্ধে ওরা একজোট হয়েছে—ওদের অধিকার ছিনিয়ে নেবে বলে।

স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা নিয়ে ওরা সুরু করেছে জীবন। প্রতিষ্ঠা চাই-ই-চাই। নিজেদের প্রাপ্য ত' বুঝে নেবেই—অন্যরাও যাতে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

ওরা তিন বন্ধু শঙ্কর, সুনীল আর রবি। বাস করত এক নিম্নবিত্তদের বস্তি এলাকায়। ফ্যাক্টরীর চিমনির ধোয়ার পাশাপাশি যেখানে ভাঁটিখানাগুলো দিনরাত ব্যস্ত কোলাহলে ভরা। নরকগুলজার করবার জন্য কোন কিছুই কম ছিল না ঐ পরিবেশে।

পিতৃ-মাতৃ স্নেহবঞ্চিত, সমাজে অবহেলিত তিন বন্ধু পরস্পর পরস্পরকে প্রগাঢ় ভালবাসত। ওদের একমাত্র আয়ের পথ ছিল একটা পুরোনো গ্যারেজ।

এক ভাংগাচোরা পুরোনো গাড়ী কিনে এনেছিলো তিনবন্ধু খুব সস্তা দামে। তারপর দিনের পর দিন প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সেই গাড়ী নতুন রূপ পেল। শহরের যে কোন গাড়ীকে গতিতে সে হার মানায়। জর্জদা গাড়ীটার নাম দিল "পংখীরাজ"।

এই তিন বন্ধুর জীবনে 'জর্জ'দার দান অসামান্য। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রতিবেশী জর্জদা ওদের তিনজনকে নিজের ছেলের মতই ভাবত।

এদিকে পংখীরাজ অনেকেরই লোভের বস্তু হয়ে পড়ল। দিনের পর দিন তার দাম বাড়ছে। ক্রেতার সংখ্যা বাড়ছে। জর্জদা বললেন—"পংখীরাজ বিক্রী করলে I will kill you। ওরা বলত পংখীরাজ আমাদের বন্ধু,—ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন।

ধানবাদের এক অবস্থাপন্ন কনট্রাক্টরের লোভদৃষ্টি পড়ল পংখীরাজ-এর ওপর। কনট্রাক্টরের রক্ষিতা রাণীর খুব পছন্দ ঐ পংখীরাজ। রাণীকে খুশী করবার জন্য কনট্রাক্টর বিশহাজার টাকা দাম দিলেন পংখীরাজের। কিন্তু ওরা তিন বন্ধু পংখীরাজকে কোন মূল্যেই বিক্রী করতে চাইল না। এই সুযোগে ওরা কনট্রাক্টরকে একটু ঠাট্টা করতেও ছাড়ল না এবং এই কারনেই তিনবন্ধু ঐ কনট্রাক্টরের বিষ দৃষ্টিতে পড়ল। কিন্তু রাণীর সুনজরে পড়ল সুনীল। সুনীলেরও নজর পড়ল রাণীর ওপর। রাণী উদ্বাস্তু সমস্যার এক বলি, যে শুধু বাঁচার জন্য, টিকে থাকার জন্য অনেক কিছু খুইয়ে ছিল। আপন বলতে যার কেউ ছিল না—ভালবাসার অভাব ছিল যার বহুদিনের—। সাত্যকারের একটু ভালবাসার ছোয়া পেয়ে সে সুনীলকে মনে প্রাণে আটকে ধরল। সুনীলের অতৃপ্ত পিপাসাও বহুদিন পর অমৃতের সন্ধান পেল।

শংকর রবি মেনে নিল সুনীলের প্রেমকে। তাদের মধ্যে কেউ একজন ঘর বাঁধতে চলেছে এটাই একটা বিরাট আশ্বাস।

কনট্রাক্টর রাণীকে শুধু নিজের উপভোগেই কাজে লাগাতো না—তাকে দিয়ে অনেক স্বার্থ সিদ্ধির কাজও সে করিয়ে নিত। ফলে তার লাভের খুঁটি যখন হাতছাড়া হতে চলেছে—তখন সেও বড় শত্রু হয়ে উঠল এই তিন বন্ধুর।

কনট্রাকটার রাণীকে দোতালার সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দিল। সংঘাতিক জখম অবস্থায় রাণীকে রবি হাসপাতালে নিয়ে আসে।—"রাণীকে বাঁচাতে হবে নইলে সুনীল বাঁচাবেনা" বলে রবি। "রাণীকে মরতে হবে নইলে আমরা বাঁচবো না" বলে কনট্রাকটার।

কে বাঁচলো? কে মরলো? জর্জদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

ী জর্জদা ওদের তিনজনকে

তার দাম বাড়ছে। ক্রেতার
u। ওরা বলত পংখীরাজ

নট্রাক্টরের রক্ষিতা রাণীর খুব
পংখীরাজের। কিন্তু ওরা
কনট্রাক্টরকে একটু ঠাট্টা
কিন্তু রাণীর সুনজরে পড়ল
াচার জন্য, টিকে থাকার জন্য
বহুদিনের—। সাত্যকারের
অতৃপ্ত পিপাসাও বহুদিন পর

বাঁধতে চলেছে এটাই একটা

অনেক স্বার্থ সিদ্ধির কাজও
হয়ে উঠল এই তিন বন্ধুর।
জখম অবস্থায় রাণীকে রবি
বি। "রাণীকে মরতে হবে

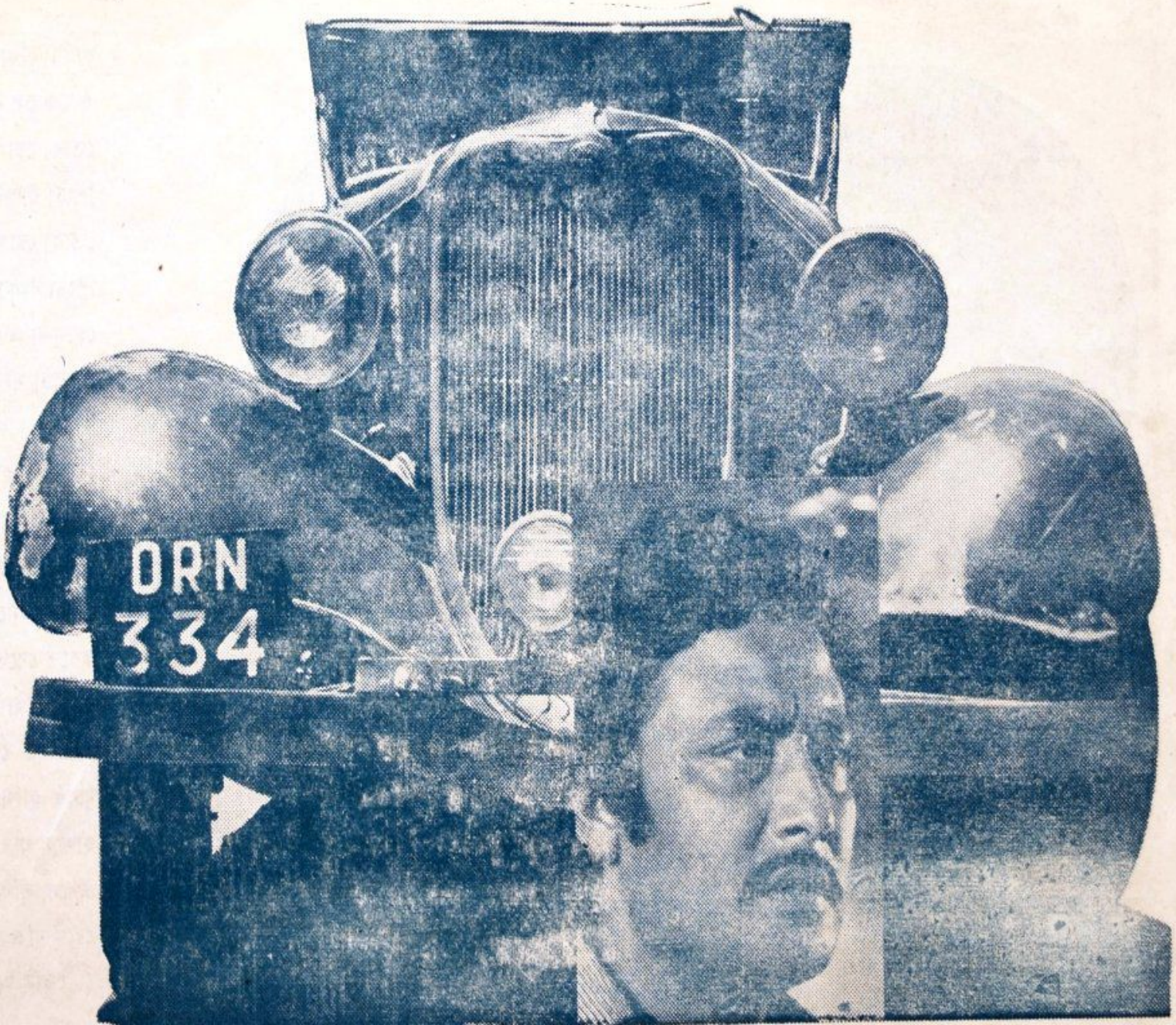

সঙ্গীত

এক

আরে হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়
ও হাসি থমকে যাবে
একেবারে বন্ধ যাবে

এ গাড়ীই পাখনা মেলে
করবে দিগ্বীজয়
ও দাদা ও গাড়ীতে
আছে কি যে চলবে
কেন, দাদারা সব পেছন থেকে ঠেলবে
গরুর গাড়ী টানছে বলে
আজকে যারা দিচ্ছ গালাগাল

তোদের চোদ্দপুরুষ চাপবে তাতে কাল।
আমরা বিশ্বকর্মা, দেখবে মোদের ফর্মা
এক্ নিমেষে ছুটবে গাড়ী
প্যারিস থেকে বর্মা—
বন বন বন বন চাকা ঘুরবে
আমরা খুড়িয়ে চলা দুনিয়াটাকে
দেখাবো অষ্টরম্ভা।

হাম্বা—হাম্বা—
ও গরু চল বাবারা চল
তোরা রোগা হলেও ভদ্র গরু
শিংটা বাঁকা ল্যাজটা সরু
তোরা রোগা হলেও ভদ্র গরু
শিংটা বাঁকা ল্যাজটা সরু
হোকনা একটু বেশী ভারী
গাড়ীটা সত্যি ভাল গাড়ী
করিস না আর অমন তোরা
দোহাই মহাদেবের বাহন
মা দুর্গারি আপন জন
মা কালীর প্রাণধন
তোদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে
করতে যেতেন গোচারণ
কই কোথায় এখন সে সব বাছাধন
এই গাড়ী দেখে অট্টহাসি
মুচকি হাসি ফোকলা হাসি
হাসলে যারা করলে কত ঢং
এখনো লুকিয়ে কেন ভাইসব
দেখে যাও আমরা তিনজনে
যে কোন অসম্ভব করে তুলি সম্ভব

শুনতে কি পাচ্ছ— শুনতে কি পাচ্ছ
ধুক পুক ধুক পুক মিষ্টি আওয়াজ
হুররে—
শেষ হলো আমাদের কাজ
ছাখো ছাখো ইঞ্জিন চলছে
থামবে না কোনদিন থামবে না—

দুই

ওই দূরে বহুদূরে
এক আলোর সহর ছিলো
ঝলমল করতো সে যে
রূপ কথার রাজা সেজে।
ওইখানে বহুবার যেতে চেয়েছি
তবু যেতে পারিনি
ওই আলোর স্বপ্নেই চোখ চেয়েছি
তবু ছুতে পারিনি
বার বার হাত ছানি দিয়ে গেছে সে
সুর হয়ে বেজে গেছে মনটা জুড়ে।

তিন

আমরা তিনটিজন একপ্রাণ একমন
একই রাখীতে বাঁধা
এক ত্রিবেনীর মিলন তীর্থে
মিতালীর সুরে সাধা।
অনেক ঝড়ের আঘাত সয়েছি
অনেক ব্যথায় শূন্য হয়েছি
ওই আলোর সহর যতই খুজেছি
ততই পেয়েছি বাধা।

এসে গেছি আজ এতদিন পরে
অনেক আশার সেই সে শহরে
এক নতুন জোয়ারে ভেসে গেছে সব
পুরনো সে হাসা কাঁদা

●

পিয়ালী পিকচার্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা কর্তৃক ৩২, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারিত। Soma Advertising, ১৭২, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।